দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

47

শিক্ষাঙ্গন

ক্যাডেট কলেজসমূহের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড চাই

বাংলাদেশে অনেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু সবগুলোতেই সব সময় রাজনৈতিকের হাওয়া বইতে থাকে। আর সামান্য কারণেই রক্ত ঝরে। কিন্তু বাংলাদেশে এমন কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ; যেগুলোতে রাজনীতির হাওয়া বয়ে যাওয়া দূরের কথা; রাজনীতির নাম ধরলেই ছাড়পত্র দিয়ে বের করে দেয়া হয়। সেগুলো হল 'ক্যাডেট কলেজ'। এই স্বাধীন বাংলাদেশে মোট ১০টি ক্যাডেট কলেজ আছে। সেগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এসব ক্যাডেট কলেজেও লেখাপড়া করছে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু বাংলাদেশের কয়েকটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে তাদেরকে ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা এবং এইচএসসি পরীক্ষাসহ কয়েকটি পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয়। সুতরাং ক্যাডেট কলেজসমূহের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড দরকার। এর জন্য ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ অথবা ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজকে শিক্ষা বোর্ড করা যেতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশের দশটি ক্যাডেট কলেজের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড তৈরী করে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় বিভিন্ন ঝামেলা থেকে উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ নিজাম উদ্দীন জামান

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নতুন নিয়ম

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার্থীদের বেলায় এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। কারণ, আমরা ১৯৮৬ সালে ভর্তি হয়ে তিন বছর বসে থাকার পর ১৯৮৯ সালে ক্লাস শুরু করি এবং ১৯৯২ সালে সমাপনী পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আমরা যখন ভর্তি হই তখন পূর্ববর্তী সমস্ত নিয়ম পরিবর্তন করে নতুন নিয়ম চালু করা হয় এবং নিয়মের একটি হচ্ছে,

১ম পর্ব হতে ৬ষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত প্রথম চার পর্বে মোট প্রাপ্ত নাম্বারের ৫% করে এবং শেষ দুই পর্বে ৪০% করে মোট ১০০% নাম্বার এবং ৬ষ্ঠ পর্বে কেউ সর্বোচ্চ দুই বিষয়ে রেফার্ড পেলে তা পরবর্তীতে দুই বার সুযোগ দেয়া হবে এবং ঐ রেফার্ড বিষয়ে কৃতকার্য হলে তাকে তার পূর্ববর্তী নাম্বারের ভিত্তিতে ডিভিশন দেয়া হবে। কিন্তু ফল প্রকাশের সংগেই আবার নতুন নিয়ম চালু করা হয়। কেউ শেষ পর্বে অকৃতকার্য হলে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও এবং আশাব্যাঞ্জক নাম্বার থাকা সত্ত্বেও শুধু দ্বিতীয় বিভাগ দেয়া হবে। এই নিয়মটি শুধু অমানবিকই নয়, মেরুদণ্ড ভাঙার আরেকটি পদ্ধতি। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন— যারা পুরাতন নিয়মিত শিক্ষার্থী এবং ৫ম পর্ব পর্যন্ত সাফল্যের সাথে কৃতকার্য হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য ৬ষ্ঠ পর্বের এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী নিয়মানুযায়ী দুইবারের পরিবর্তে একবার সুযোগের ভিত্তিতে রেফার্ড বিষয় কৃতকার্য হলে তাদের প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে ডিভিশন প্রাপ্তির সুযোগদানের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

৬ষ্ঠ পর্বে রেফার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ।